জীবননগরে শিক্ষকদের জাতীয়করনের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

জীবননগরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পযন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টার সময় জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির আয়োজনে জীবননগর মেইন বাসস্টান্ডে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পাভেল মেহমুদ আব্দুর রবের সভাপতিতে মানববন্ধনের বক্তব্য রাখেন, হাসাদা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আখতারুজ্জামান, উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান, কাশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শরিফ উদ্দিন, জান্নাতুল খাদরা মাদরাসার সুপার মাওলানা শরিফুল ইসলাম, শাপলা কলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বাকি বিল্লাহ, মিনাজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল বাশার, সিংনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন, পাকা দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসার সুপার ওয়াহিদুজ্জামান, ধোপাখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির সাধারন সম্পাদক আবুল হাশেম। মানববন্ধন শেষে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নারায়ণ চন্দ্র পালের নিকট শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

জীবননগর ভূমি অফিস পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক জহিরুল ইসলাম

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাযলয় ও উপজেলা ভূমি অফিস পরিদর্শন শেষে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনয় করলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

গতকাল সোমবার বিকাল ৩টার সময় জীবননগর উপজেলা ভৃমি অফিস পরিদর্শন শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নারায়ণ চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে মতবিনয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বোন বিভাগের কমকতা কাজল আহম্মেদ, উপজেলা ত্রান কমকতা মিজানুর রহমানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে কেন্দ্রীয় গোরস্থানের নিজস্ব জমি পুনরুদ্ধরের দাবীতে মানববন্ধন

জীবননগর কেন্দ্রীয় গোরস্থানের নিজস্ব জমি পুনরুদ্ধরের দাবী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২ টার সময় জীবননগর চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানববন্ধন অনুষ্ঠানে জীবননগর কেন্দ্রীয় গেরাস্থান কমিটির সভাপতি সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মো: আশরাফুল হক লিখিত বক্তব্যে বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার, থানা জীবননগর অধীন ২৫ নং জীবননগর মৌজায় আর.এস ৯৬৪ নং খতিয়ানে আর.এস ২৫৭৯ নং দাগের মালিক ছিলেন কাজী মাহাবুব

হোসেন, কাজী সাইফুজ্জামান (বাবলা), আসমা খাতুন ও আছিয়া খাতুন গং। তন্মধ্যে উত্ত আছিয়া খাতুন এর নিকট হইতে বিগত ২৭/০৪/১৯৮৩ ইং তারিখে ৪৫৩৬ নং রেজি: কবলায় ০.০৪০০ একর জমি মর্ঝিনা খাতুন ক্রয় করেন। উক্ত মর্জিনা খাতুন এর নিকট হইতে আমরা গোরস্থান কমিটি বিগত ইং ১৯/০২/১৯৮৫ তারিখে ১৮৯০ নং রেজি: কবলায় ০.০৪০০ একর জমি ক্রয় করি। আসমা খাতুন এর নিকট হইতে আমরা গোরস্থান কমিটি বিগত ইং ০৩/০৬/১৯৮৪ তারিখে ২০১৬ রেজিঃ কবলায় ০.০৭০০ একর জমি ক্রয় করি।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিগত সরকারের আমলে সাবেক এম.পি আলী আজগর টগরের মৌখিক নির্দেশে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যের মনোনিত নেত্রীবৃন্দের সহায়তায় জীবননগর কেন্দ্রীয় গোরস্থানের জমি মোঃ আরিফুজ্জামান, মোঃ স্বপন হোসেন, মোঃ মনিরুজ্জামান, মোঃ কামরুজ্জামান, মোছাঃ নাজমা খাতুন, মোছাঃ বিলকিছ খাতুন, মোছাঃ নারগিস খাতুন, মোছাঃ নাছরিন খাতুন সর্ব পিতা মৃত নুরুল ইসলাম, সর্ব সাং মাধবখালী, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা জোর পূবক দখল করেন। উক্ত দখল প্রতিরোধের জন্য জীবননগর গোরস্থান কমিটি বাদী হইয়া জীবননগর সহকারি জজ আদালতে দেওয়ানি ২৫২/২০১২ নং মামলা দায়ের করি। উক্ত মামলায় আদালত হইতে বিগত ২১/০২/২০১৩ ইং তারিখে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে নালিশি সম্পত্তির উপর সর্বপ্রকার নির্মাণ কার্য করা থেকে স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার আদেশ দিয়াছিলেন। যাহা আদালতের আদেশ অবমাননা মামলা মিস-০৫/২০১৩ অদ্যবধি বিচারাধীন আছে। আমরা এই গোরস্থান কমিটির সদস্য সহ এলাকাবাসী উক্ত জমি পুনরুদ্ধরের জন্য মানববন্ধনের আয়োজন করিয়াছি। জমি উদ্ধারের আপনাদের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।

উক্ত মানব বন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর কেন্দ্রীয় গোরস্থান কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক সামসুল আলম, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম.আর বাবু, সাবেক কমিশনার হযরত আলী, হাজী আঃ মজিদ, মুন্সী খোকন, মিনহাজ আলী, আবু হানিফ,নাসু মিয়া, প্রমুখ।

জীবননগরের ভয়ংকর মাদক ‘এলএসডি’ ও ফেন্সিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রাম থেকে ৪ বোতল এলএসডি ও ৫ বোতল ফেন্সিডিল জব্দ করেছে বিজিবি। এসময় আরও জব্দ করা হয় একটি মোটরসাইকেল।

গতকাল শনিবার দুপুরে উথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়। গতকাল শনিবার রাতে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) সহকারী পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের অন্তর্ভুক্ত উথলী বিওপির একটি বিশেষ আভিযানিক দল সীমান্ত পিলার ৭৩/২ এস হতে আনুমানিক ৫ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলাকায় চোরাকারবারিকে ধরার জন্য বেলা ১টা ৩০ মিনিট হতে ওৎ পেতে অপেক্ষামান থাকেন। দুপুর আনুমানিক ২টা ৫০ মিনিটের দিকে উল্লেখিত এলাকায় একটি সন্দেহভাজন মোটরসাইকেল অগ্রসর হলে বিজিবির আভিযানিক দল মোটরসাইকেলটির গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রাস্তায় অবস্থান গ্রহণ করলে মোটরসাইকেল আরোহী দূর থেকে বিজিবির আভিযানিক সদস্যের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেলে উপবিষ্ট চোরাকারবারি এবং চালক মোটরসাইকেল ফেলে রাস্তার পাশের পাট ক্ষেতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

উক্ত ঘটনায় আভিযানিক দল তল্লাশি চালিয়ে ভারত হতে বাংলাদেশে আসা প্রতিটি ১০০ মিলিগ্রামের মোট ৪ বোতল এলএসডি (লাইসার্জিক অ্যাসিড ডাই-ইথ্যালামাইড), ৫ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল এবং একটি নাম্বার প্লেটবিহীন মোটরসাইকেল উদ্ধারপূর্বক তা জব্দ করেন। জব্দকৃত মালামালের সর্বমোট সিজার মূল্য চার কোটি ১৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা।

জীবননগরে ভিয়েতনামী মাল্টা চাষে সফলতা পেয়েছেন সজল আহম্মেদ

সবুজ পাতার মাঝে উঁকি দিচ্ছে থোকায় থোকায় ভিয়েতনামী বারোমাসি মাল্টা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মানিকপুর গ্রামের কৃষি উদ্যেক্তা সজল আহম্মেদের বাগানে। তিনি বলেন, ২ বিঘা জমিতে ভিয়েতনামী মাল্টা চাষ করেছি। আমার এই বাগানের বয়স এখন ৭ বছর। মাল্টা গাছ রোপণের ৬ মাস পরেই গাছে ফল আসা শুরু হয়। বর্তমানে ৭ বছরের প্রতিটি গাছ থেকে আনুমানিক ১৫০-২০০ কেজি মাল্টা পাওয়া যাচ্ছে। বাগান থেকে এখন প্রতি বছরে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আয় হয়।

বাগানের খরচের বিষয়ে সজল আহম্মেদ বলেন শুরুর দিকে চারা কেনা, সার, কীটনাশক ইত্যাদি কিনতে বিঘা প্রতি ৫০-৬০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এবং দ্বিতীয় বছরে ১ লক্ষ টাকা মতো খরচ হয়েছিল। দ্বিতীয় বছরে ১ লক্ষ টাকা খরচ হলেও দেড় লক্ষ টাকার মাল্টা বিক্রি করেছিলাম। বাগানের খরচ বাদ দিলেও প্রায় ৩ লক্ষ টাকা থাকছে প্রতি বছরে।

মাল্টা গাছের রোগ বালাই সম্পর্কে সজল আহম্মেদ বলেন লেবু জাতীয় গাছে রোগ বালাই খুবই কম তবে ছত্রাক দেখা যায় এজন্য ছত্রাক নাশক স্প্রে করলেই সমাধান হয়ে যায়। মাল্টা গাছে তেমন পরিচর্যার দরকার হয় না। রোপণ করার নিয়মও অন্য সাধারণ গাছের মতোই প্রথমে জমি চাষ দিয়ে তারপর ১২ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিটি চারা রোপন করি। বারোমাসি মাল্টা বাগান নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন রয়েছে কারণ এই জাতের গাছ থেকে আমি বারোমাস মাল্টা পাই। আল্লাহর রহমতে এখন আমার একশত ত্রিশ বিঘায় বিভিন্ন ফলের বাগান হয়েছে। কৃষক ও নতুন কৃষি উদ্যেক্তাদের উদ্দেশ্য বলতে চাই আপনারা মাল্টা চাষ করতে পারেন এতে করে আপনারা লাভবান হতে পারবেন। মাল্টা চাষ ও কৃষি বিষয়ে কোন পরামর্শ প্রয়োজন হলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমার বাগানে এসে ঘুরে যেতে পারেন। আপনাদের সকলকে আমার মাল্টা বাগানে আসার নিমন্ত্রণ রইলো।

জীবননগরে সাংবাদিককে হত্যার হুমকি প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবখালী গ্রামের চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী রাজন সাংবাদিক জামাল হোসেনকে হত্যার হুমকি দেয়ার প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার সকালে জীবননগর শহরের বাসস্ট্যান্ড চত্বরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছেন সাংবাদিকরা।

জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন-চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য ও ৭১ টিভি চ্যানেলের জেলা প্রতিনিধি এমএ মামুন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, মহেশপুর প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, সিনিয়র সদস্য আব্দুর রহিম,জীবননগর প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি নারায়ণ ভৌমিক, হাসাদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি মতিয়ার রহমান, উথলী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নয়ন আহমেদ, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মেম্বার জমির উদ্দিন, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির উপদেষ্টা সাংবাদিক সামসুল আলম, আতিয়ার রহমান, সদস্য নুর আলম, হাকিম আলী।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আর টিভি প্রতিনিধি এস এম সাফায়েত উল্লাহ, রিপন হোসেন, মোতাসিন বিল্লাহরাসেল হোসেন মুন্না, আল আমিন মোল্লা, বাংলা টিভির জেলা প্রতিনিধি মামুন মোল্যা, সম্রাট হোসেন, সুমি প্রধান প্রমুখ।

জীবননগরে কিশোরীদের মাঝে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কমসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) ২য় পযায়ে পল্লী উন্নয়ন কিশোরী সংঘের কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

বিআর ডিবির উপপরিচালক মোঃ আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসক ড.কিসিনজার চাকমা।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান,উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ, উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন কাজল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন,বতমান সমাজে মেয়েদের সজাগ হতে হবে।তাদের প্রতিবাদী হতে হবে বাল্য বিবাহ যেখানে হবে সেখানে আইনশৃংখলা বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে সেটা বন্ধ করতে হবে। সমাজে সবাই যদি একটু সচেতন হওয়া যায় তা হলে বাল্য বিবাহ বন্ধ করা সম্ভব ।আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি শিক্ষাথীদের হাতে একটি করে গাছের চারা উপহার দেন ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা বিআরডিবির কমকতা মোঃ জামিল আখতার।

জীবননগরের মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব দুর্বৃত্তদের কোপে আহত

জীবননগর উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আঃহান্নানের পর মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খানকে একই স্টাইলে কুপিয়েছে দুর্বত্তরা। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেনকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভতি করেন। এ সময় হাসপাতালে কমরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোরে রেফার্ড করেন।

আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের আলার মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

মনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দা মাসুদ বলেন, চেয়ারম্যান প্রতিদিন সন্ধার সময় আলার মোড়ে চা খেতে আসেন শুক্রবার ঠিক একসময় চা খেতে এসেছিলেন রাত ৮টার দিকে তিনি বাড়িতে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেলে থাকা দুর্বত্তরা চলন্ত অবস্থায় চেয়ারম্যানের পিঠে কোপ মেরে পালিয়ে যায়। এসময় স্থানীয় কিছু লোকজন চেয়ারম্যানকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে কতৃব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোরে রেফার্ড করেছেন।

জীবননগর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ওমর ফারুক বলেন,মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পিঠে কোপ মেরেছে তিনার পেশার বেশি ও এ্যাজমার সমস্যার কারনে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর রেফাড করা হয়েছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস.এম জাবীদ হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেনের পিঠে একটি ধারাল অস্ত্রের আঘাত করেছে দুর্বত্তরা।তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকরা যশোরে রেফার্ড করেছে । এ ঘটনায় এখনও কোন অভিযোগ পায়নি তবে অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ মাঠে কাজ করছে।

চুয়াডাঙ্গার পাকা গ্রামে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে নারীর আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের পাঁকা গ্রামে সাথী আক্তার (৩০) নামে এক নারী গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

আজ শুক্রবার (২৮ জুন) গ্রামের উত্তর পাড়ায় বেলা ১২ টার সময় এ ঘটনাটি ঘটে। সাথী খাতুন পাঁকা গ্রামের শহিদুল সরদারের মেয়ে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি,সাথী খাতুন ছিলেন স্বামী পরিত্যাক্তা। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে সে কয়েক বছর ধরে পিতার বাড়িতে অবস্থান করছিল। এরপর তিনি হঠাৎ করে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। মানসিক ভারসাম্যহীন হাওয়ার কারণে সে প্রায় সময় একা একা বিভিন্ন জায়গায় চলে যেত। তার মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্য চিকিৎসাও চলমান ছিল। এক পর্যায়ে শুক্রবার (২৮ জুন) বেলা ১২টার দিকে তার শোবার ঘরে বাঁশের আড়ার সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এ ব্যাপারে জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ এস.এম.জাবীদ হাসান জানান, আত্মহত্যার খবর পেয়ে জীবননগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এছাড়াও নিহতের পরিবারের পক্ষ হতে কোন অভিযোগ না থাকায় জীবননগর থানা পুলিশের পক্ষ হতে লাশ দাফনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।
#

জীবননগর উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

শরীর ও মন সুস্থ রাখতে এবং মানবিক হতে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া চর্চা করি এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জীবননগর উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী ৫ শতাধীক প্রতিযোগিতার মধ্যে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ৯টার সময় কিশোর কিশোরী ক্লাব ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে জীবননগর শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে এ পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলা কিশোর কিশোরী ক্লাবের সভাপতি মিঠুন মাহমুদের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জেসিআই সংগঠনের সভাপতি মুনতাসির আজগার আকাশ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর পৌর সভার মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আতিয়ার রহমান , সাংবাদিক এ টি এম মাজেদুল ইসলাম মিল্টন, জীবননগর পৌর কাউন্সিলার খোকন হোসেন, জীবননগর আলোকিত ফুটবল একাডেমির সভাপতি কাজী মামুনুজ্জামান আদুন, জীবননগর শাইন ক্লাবের সাধারন সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বুদো, জীবননগর দৌলৎগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আনজুমানআরা,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এরিয়া ম্যানেজার মোঃ শরিফুল ইসলাম, কিশোর কিশোরী ক্লাবের সদস্য তুহিনুজ্জামান, লাবনী, শামীম প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা কিশোর কিশোরী ক্লাবের সমন্বয়কারী পলাশ হোসেন ।